بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 15

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 16 ই জুন, 2016   16 এহসান, 1395 হিজরী শামসী   10 রমযান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার দরুন কীভাবে খোদা তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, তাহাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং নিজেই তাহাদের অন্তর পবিত্রকরণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে বলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার আমার কোন প্রয়োজন না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

৯) আল্লাহ্‌র বাণী-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

(সূরা আন্ নেসা, পারা ৬, আয়াতঃ ১৫১-১৫৩)

অনুবাদঃ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা খোদা ও রসুলের অস্বীকারকারী, খোদা ও তাঁহার রসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং বলে যে, কাহারো উপর আমরা ঈমান আনিব এবং কাহারো উপর ঈমান আনিব না, অর্থাৎ কেবল খোদাকে মানা বা কেবল কোন কোন রসূলের উপর ঈমান আনা যথেষ্ট এবং ইহা জরুরী নহে যে, খোদার সহিত রসূলের উপর ঈমান আনিতে হইবে বা সকল নবীর উপর ঈমান আনিতে হইবে, এবং খোদার হেদায়াত পরিত্যাগ করিয়া মাঝামাঝি ধর্ম গ্রহণ করিতে চাহে, ইহারাই পাকা কাফের; এবং আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা খোদা ও রসূলের উপর ঈমান আনে, খোদা ও তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে না যে, কেবল খোদার উপর উপর ঈমান আনিবে, কিন্তু তাহাঁর রসুলগণের উপর ঈমান আনিবে না এবং না এই পার্থক্য পছন্দ করে যে, কোন কোন রসুলের উপর ঈমান আনিবে এবং কোন কোন রসূল হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে, তাহাদিগকে খোদা তাহাদের পুরস্কার দিবেন।

এখন কোথায় ধর্মত্যাগী মিঞা আব্দুল হাকিম খান, যে আমার এই লেখার দরুন আমার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে? এখন চক্ষু মেলিয়া দেখা উচিত কীভাবে খোদার স্বীয় সত্তার উপর ঈমান আনার সহিত রসূলগণের উপর ঈমান আনাকে সম্পৃক্ত করিয়াছেন। ইহার রহস্য এই যে, মানুষের তওহীদ গ্রহণে যোগ্যতা ঐ আগুনের ন্যায় রাখা হইয়াছে, যাহা পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। রসূলের অস্তিত্ব চকমকির ন্যায় যাহা এই পাথরকে আঘাত করিয়া ঐ আগুনকে বাহিরে লইয়া আনে। সুতরাং ইহা কখনো সম্ভব নহে যে, রসূলের চকমকি ব্যতীত তওহীদের আগুন কোন হৃদয়ে সৃষ্টি হইতে পারে। তওহীদকে কেবল রসূলই যমীনে আনয়ন করেন এবং তাহাদের মাধ্যমেই ইহা লাভ করা যায়। খোদা গুপ্ত। তিনি স্বীয় চেহারা রসূলের মাধ্যমে দেখাইয়া থাকেন।

১০) আল্লাহ্‌র বাণী-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

(সূরা আন নেসা,পারা ৬, আয়াতঃ ৭১)

অনুবাদঃ হে মানুষেরা! তোমাদের নিকট সত্য সহকারে রসূল আসিয়াছেন। অতএব তোমরা এই রসুলের উপর ঈমান আন। ইহার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে। যদি তোমরা কুফরী অবলম্বন কর তবে খোদা তোমাদের কি পরোয়া করেন? যমীন ও আকাশ সব তাঁহার এবং সব কিছু তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করিতেছে। খোদা সর্বজ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক।

১১) আল্লাহ্‌র বাণী-

كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ○ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ

(সূরা আল্ মুলক, ২৯ পারা, ৯ আয়াত)

অনুবাদঃ এবং যখন কাফেরদের কোন দল দোযখে পড়িবে তখন যে সকল ফিরিশতা দোযখে নিয়োজিত আছে তাহারা দোযখবাসীকে বলিবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেন নাই? তাহারা বলিবে, হাঁ, আসিয়া তো ছিল। কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিয়াছি এবং আমরা বলিয়াছি যে, খোদা কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। এখন দেখ এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দোযখবাসী এই জন্যে দোযখে পড়িবে যে, তাহারা যুগের নবীকে গ্রহণ করিবে না।

১২) আল্লাহ্‌র বাণী-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

(সূরা আল্ হুজুরাত ২৬ পারা, ১৬ আয়াত)

অনুবাদঃ মোমেন ঐ সকল ব্যক্তি, যাহার খোদা ও রসূলের উপর আনে, অতঃপর ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে পড়ে না। ইহা ব্যতীত কেহ মোমেন নহে। দেখ, এই আয়াতে খোদা তা'লা চৌহদ্দী ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে, খোদার দৃষ্টিতে মোমেন তাহারাই যাহারা কেবল খোদার উপর ঈমান না, বরং খোদা ও রসূল উভয়ের উপর ঈমান আনে। তাহা হইলে রসূলের উপর ঈমান আনা ব্যতীত নাজাত কীভাবে লাভ করা যাইতে পারে এবং রসূলের উপর ঈমান আনা ব্যতীত কেবল তওহীদ কী কাজে আসিতে পারে?

১৩) আল্লাহ্‌র বাণী-

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ

(সূরা আত তওবা, ১০ পারা, ৫৪ আয়াত)

অনুবাদঃ কাফেরদের নিকট হইতে অর্থ দান গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা খোদা ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে। এখন দেখ, এই আয়াত হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল লোক রসূলের উপর ঈমান আনে না তাহাদের আমল (সৎ কাজসমূহ) বিনষ্ট হইয়া যায়। খোদা তাহাদিগকে গ্রহণ করেন না। যদি আমলই বিনষ্ট হইয়া যায় তবে নাজাত কীভাবে হইবে?

এরপর আটের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে, ২০১৬

৫ ই মে, ২০১৬ (বৃহস্পতিবার)

হুযুর আনোয়ার (আই.) সকাল সোয়া ৪টায় মসজিদ নুসরাত জাহাঁয় এসে ফজরের নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

সকালে অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। দুপুর ২টার সময় হুযুর আনোয়ার মসজিদ নুসরাত জাহাঁ এসে যোহর ও আসরের নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

এই সময়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) ডেনমার্কের আমীর সাহেবকে লাজনা হলের দিকে যাওয়ার দুটি রাস্তায় একটির যেটিতে সিড়ি আছে এবং অপরদিকে র‍্যাম্প আছে, সেখানে দুটি রাস্তার উভয় পাশে রেলিং লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন যাতে নীচে নামতে সুবিধা হয়।

এর পর প্রোগ্রাম অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টার সময় হুযুর আনোয়ার নিজের অফিসে আসেন যেখানে মসজিদ এলাকা HVIDOVRE মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র HELLE WON ADELBORG মহাশয়া চার জন কাউন্সিলর ANNETTE SJOBECK মহাশয়া MARIA DURHUUS মহাশয়া KENNETH F.CHRISTENSEN মহাশয়া এবং কাশিফ আহমদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন। শেষোক্ত কাশিফ আহমদ সাহেব একজন আহমদী যুবক।

মেয়র সাহেবা পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন যে, তিনি এই মসজিদ এলাকার মেয়র এবং বাকি চারজন তাঁর এলাকার কাউন্সিলর। এদিন ডেনমার্কের জাতীয় ছুটির দিন ছিল। হুযুর আনোয়ার মেয়র সাহেবার কাছে জানতে চান যে, আজকে ডেনমার্কে ছুটি কেন? এর উত্তরে তিনি বলেন যে, আজ খৃষ্টানদের ছুটি। আজকের দিনে না কি ঈসা (আ.) আকাশে আরোহন করেছিলেন। হুযুর বলেন, অন্য কোন দেশে তো এই দিনটিতে ছুটি উদ্‌যাপিত হয় না। প্রতিবেশী দেশ সুইডেনেও আজকে এমন ছুটি নেই।

হুযুর বলেন: সম্প্রতি শরণার্থী সংকটের কারণে সীমান্তে অবাধ যাতায়াত এবং অনেক চেকিং হচ্ছে। এর উত্তরে মেয়র বলেন, আমরাও এর জন্য দুঃখিত।

হুযুর বলেন, আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সকল জটিলতা দূরীভুত হবে। মেয়র বলেন, এখানে আহমদীরা অনেক শান্তিপ্রিয় একটি সম্প্রদায়। এরা অনেক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য প্রিয় মানুষ।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এর কারণ হল আহমদীরা সেই মসীহ (আ.) কে মান্য করেছে যিনি এই যুগে আগমণ করেছেন, যিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি ঈসা মসীহর পদাঙ্ক অনুসরনে এসেছেন। যেভাবে পূর্বের মসীহ নিজে করে দেখানোর পর শিক্ষা প্রদান করেছেন, আমিও তেমনটি করব। এবং আমার মান্যকারীরাও এমনটিই করবে। অতএব আহমদীরা যেহেতু এই যুগে আগমণকারী মসীহ (আ.) কে মান্য করেছে তাদের জন্য শান্তিপ্রিয় হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকের সাথে ভালবাসা সহকারে মিলিত হওয়া এবং প্রত্যেকের প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

মেয়র বলেন, আপনি কি এই সমস্ত নতুন নির্মিত ভবনগুলি দেখেছেন। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি কালকে এখানে এসেছি। আসার কিছুক্ষণ পরেই আমি এগুলি সব দেখেছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা যেখানে বসে আছি এটিও নতুন জায়গা। এটি খুবই সুন্দর জায়গা, পূর্বে এমন জায়গা ছিল না।

মেয়র বলেন, এই মসজিদটি খুবই সুন্দর। আমার ধারণা অনুযায়ী এটি স্ক্যান্ডেনেভিয়ার প্রথম মসজিদ। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, স্থাপত্যকলার একটি অনন্য নিদর্শন এই মসজিদটি আপনার এলাকার সৌন্দর্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই মসজিদটি তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। নীচে একটি বড় হলও নির্মিত হয়েছে। আপনারা নিজেদের অনুষ্ঠানাদিও এখানে আয়োজিত করতে পারেন।

হুযুর কোথায় থাকেন এবং পৃথিবীর কোন কোন দেশের সফর করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি বর্তমানে লন্ডনে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানে প্রয়োজন অনুভব হয় সেখানে সফরে যাই। সারা পৃথিবীতেই আমাদের মিশন আছে। কিছু মিশন একেবারেই নতুন আবার কিছু মিশন আছে যেগুলি অনেক পুরোন। যখন কোন নতুন মসজিদ বা নতুন সেন্টারের নির্মাণ হয় অথবা কোন বিশেষ প্রোগ্রাম হলে সেখানে আমি যাই। গত নভেম্বরে আমি জাপানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন হয়েছিল। এমন বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে আমি সফর করি।

হুযুর আনোয়ার মেয়র কাছে জানতে চাইলে মেয়র বলেন যে, এই এলাকায় ৪১ জন কাউন্সিলর আছেন এবং এলাকার মোট জনসংখ্যা হল ৫৫ হাজার, তাদের মধ্যে ৩৫ হাজার ভোটদাতা রয়েছেন যাদের সকলেরই বয়স ১৮ বছরের উর্দ্ধে। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল এই এলাকার এক-চতুর্থাংশের বয়স আঠারো বছরের নিম্নে। এই দিক থেকে আপনাদের যুবকদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। যুবক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আপনাদেরকে নিজেদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের এলাকা খুবই সুন্দর। এখানে শুদ্ধ ও নির্মল বাতাস রয়েছে। জলবায়ু মনোরোম। মোটের উপর পরিবেশ খুবই সুন্দর।

একজন মহিলা কাউন্সিলর মারিয়া সাহেবা প্রশ্ন করেন যে, ইসলামের প্রচার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনারা কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন এবং এর জন্য কোন কি আপনাদের উপর নির্যাতন হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মুসলিম দেশগুলিতে, বিশেষ করে পাকিস্তানে আমাদের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে নির্যাতন চলছে। যথারীতি আইন তৈরী হয়ে আছে। আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারি না। মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুশীলন করতে পারি না। এবং মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতেও পারি না। যথারীতি আইন রয়েছে এর জন্য ।

অন্যান্য দেশে যেমন- ইন্ডোনেশিয়া, মালেশিয়াতে যদিও সরকারিভাবে এমন কোন আইন নেই, কিন্তু আমাদেরকে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারি না এবং নিজেদের বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারি না। এতদ্‌সত্বেও এই দেশগুলিতে আমাদের সম্প্রদায় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। মানুষ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে।

আফ্রিকার দেশগুলিতে, দক্ষিন আমেরিকার দেশগুলিতে আমাদের সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান। চ্যালেঞ্জ প্রত্যেক স্থানেই আছে আর এটি প্রতিযোগীতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন ফুটবল খেলা হয় তখন সফলতার জন্য চেষ্টা করতে হয়, প্রতিপক্ষ বাধা সৃষ্টি করে, তা পেরিয়ে সফল হতে হয়। অতএব যতবড় পরিকল্পনা বা লক্ষ্যমাত্রা হবে, অনুরূপেই বাধা বা প্রতিকুলতার সম্মূখীন হতে হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও আমাদের উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষেরও অধিক মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আর এটি সারা পৃথিবী ব্যপি হচ্ছে। এর সব মানুষেরা শান্তিপ্রিয়। বার্তা যদি শান্তি প্রিয় হয় এবং তাতে ভালবাসাপূর্ণ বিষয় থাকে তবে তা সর্বত্রই গ্রহণীয়। আর তা যদি ভাল না হয় তবে প্রত্যাখিত হয়।

কিন্তু এই সকল উগ্রতাপ্রিয় মানুষ উগ্রতাপূর্ণ যাদের বার্তা সাময়িকভাবে এরা কিছু মানষকে আকৃষ্ট করে রেকেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সেই আকর্ষণ প্রশমিত হয়। বর্তমানে যে সকল যুবকরা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন সংগঠনে গিয়ে যোগ দিচ্ছে, কিছুকাল পর যখন এদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে তখন তারা সেই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার লাভ করার মনস্থ করে। কিন্তু তাদের ফিরে আসা কঠিন প্রতীত হয়। এমন টানাপোড়েনে হয় তাদেরকে হত্যা করা হয় অথবা জিহাদি সংগঠনের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের বার্তা ও বাণী শুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আরব দেশসমূহে সরকারিভাবেও এবং সেখানকার উলেমা সমাজের পক্ষ থেকেও বিরোধীতা আছে। কিন্তু তা সত্বেও আরব দেশগুলিতেও মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে।

কাউন্সিলর বলেন, সামান্য হলেও আপনারা বিপদের সম্মূখীন তো অবশ্যই আছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর বলেন, পাকিস্তানে আমি নিজেও বন্দি দশা কাটিয়েছি। আমার উপর অভিযোগ ছিল যে আমি নাকি একটি বাস স্টান্ডের নিকট একটি বোর্ডে লেখা কুরআন করীমের আয়াতকে মেটানো চেষ্টা করেছি। অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। এইভাবে বিরোধীরা কোন প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ আরোপ করে এবং এর শাস্তিও দেওয়া হয়ে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় কাউন্সিলর বলেন, ইউরোপে বসবাস রত অবস্থায় আমার জন্য এমন নির্যাতন সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন। এখানে আমরা স্বাধীন।

এরপর আটের পাতায়...

জুমআর খুতবা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'লার। আল্লাহ্ তা'লা আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুইডেনকে তাদের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। এর নাম রাখা হয়েছে মসজিদে মাহমুদ। মহিলা ও পুরুষ সকলেই মাশাআল্লাহ্ এই মসজিদের নির্মাণের প্রেক্ষাপটে সুগভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। এটি অনেক বড় একটি পরিকল্পনা ছিল অথচ এখানকার জামাত একটি ছোট জামাত। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাদের জন্য অনেক বড় একটি প্রজেক্ট ছিল। এখানে অনেকেই আছে যাদের আয় উপার্জন নেই। অনেকে বয়োঃবৃদ্ধও আছেন। এছাড়া শিশু এবং গৃহিনীরাও রয়েছেন। কিন্তু যেখানে আয়-উপার্জনকারীরা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী করেছেন সেখানে মহিলা এবং শিশুরাও পিছিয়ে থাকেন নি আর আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণের জন্য ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আহমদীয়া জামাতে বহু এমন মানুষ রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যাদের ধাত এবং প্রকৃতি হলো, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য তারা ব্যকুল থাকেন, সুযোগ খুঁজেন আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জামাতের জন্য আর্থিক ব্যয়ের এটি সেই ইসলামিক প্রেরণা এবং চেতনা যা এই যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস আমাদের মাঝে সঞ্চার করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তেমনি আজও এমন কুরবানী আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করে।

এই মসজিদ নির্মাণ এবং ওপরে আবাসনের ব্যবস্থা, অফিস ভবন, লাইব্রেরী ইত্যাদির পিছনে যে ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে তা হলো সাড়ে সাঁইত্রিশ মিলিয়ন ক্রোনারের অর্থাৎ ৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড বা সোয়া তিন মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীদের আর সেই সকল লোকদের উত্তম প্রতিদান দিন যারা এই মসজিদ এবং এই কমপ্লেক্স নির্মাণে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রেখেছেন। খুব সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এতদঅঞ্চলের মানুষও এর সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করছে।

মালমোর মসজিদ মাহমুদ নির্মাণ প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যবর্গের আর্থিক কুরবানীর প্রেরণাদায়ক বর্ণনার উল্লেখ ।

মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দায়িত্বও তখনই পালিত হবে যদি ইবাদতকারীদের মাধ্যমে এটিকে পরিপূর্ণ করার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। যদি আপনারা নিজেরাও এখানে এসে নামাযের মাধ্যমে এটিকে আবাদ করেন আর তবলীগ করে এতদঅঞ্চলের মানুষকে ইসলামের শিক্ষার সাথে পরিচিত করেন তবেই যথাযথ দায়িত্ব পালন হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে আমাদের জামাতের জন্য মসজিদের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা এবং এই প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদেরকে উপদেশ দান।

একথা মনে করবে না যে, এক সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে। সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমন নয় বরং এই মসজিদ নির্মাণের পরেই আমাদের আসল কাজ এখন আরম্ভ হয়েছে।

পূর্বের চেয়ে বেশি পারস্পরিক স্নেহ এবং ভালোবাসার বহি:প্রকাশের মাধ্যমে আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আপনারা যারা এখানে আছেন তাদের বা পৃথিবীর যেখানেই আহমদীরা বসবাস করে মসজিদে যখন যাবেন সেখানে মসজিদের প্রতি এই দায়িত্বও পালন করবেন। এ মসজিদ নির্মানের পর পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে এবং অবহিত করতে হবে।

মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য তখন চোখে পড়বে যখন এতে ইবাদতকারীরা এই মসজিদে ইবাদতের কল্যানে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ করবে। সাময়িক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে আর্থিক কুরবানী করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। অনেকের সাময়িকভাবে কুরবানী করেছে, অনেকে বেশ কয়েক বছর ধরে কুরবানী করছে। বিশেষ করে শিশু এবং যুবকদের পক্ষ থেকে এমনটি হয়েছে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন কুরবানীর সূচনা তো এখন হচ্ছে। এই মসজিদের যে বাহ্যিক সৌন্দর্য সেটিকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করুন। এটি অনেক বড় একটি কাজ যা আমাদেরকে করতে হবে, এখানকার মানুকে করতে হবে। মসজিদের যে বাহ্যিক সৌন্দর্য সেটিতে অভ্যন্তরীন এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে পরিণত করতে হবে। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ধারাবাহিকতার দাবি রাখে, এক অনবরত প্রচেষ্টার নাম এটি। অতএব প্রত্যেক আহমদী আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার অঙ্গিকার করুন।

এই মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন নামাযীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে যারা একনিষ্ঠভাবে খোদার ইবাদত করতে চায় বা একনিষ্ঠভাবে খোদার ইবাদতকারী।

অনেকেই বলে জামাতে যাকাত আদায়ের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেওয়া হয় না। অথচ এটি ইসলামের মৌলিক একটি নির্দেশ। এটিকে উপেক্ষা করে চাঁদার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাকাত যার জন্য ফরয বা আবশ্যক তার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করা হয়। আর বার বার তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এটি কিভাবে হতে পারে যে, আমরা এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করব না। খিলাফত ব্যবস্থার সাথে যাকাতের একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। আয়াতে 'ইস্তেখলাফ', যে আয়াতে খিলাফত ব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, দিক নির্দেশনা রয়েছে এর পরবর্তী আয়াতেই নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদানের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি অন্যান্য চাঁদা এবং তাহরীকের প্রতি আহ্বান করা হয় তাহলে এর কারণ হল যাকাত সবার জন্য আবশ্যক নয়, এর একটা হার আছে, কিছু শর্ত আছে যাকাতের, আর এই যাকাতের ভিত্তিতে সব ব্যয়ভার নির্বাহ হতে পারে না। জামাতের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে যত ব্যাপক কার্যক্রম চলছে এর নির্বাহের জন্য অন্যান্য চাঁদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। ওসীয়্যত এবং রীতিমত নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে প্রত্যেকমাসে চাঁদা প্রদানের এই যে ব্যবস্থা এটি হযরত মসীহ্ মওউদের নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত।

এই যুগে ধর্মের দৃঢ়তা অর্জন হয়েছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এবং তার মাধ্যমেই হওয়া নির্ধারিত ছিল, কেননা তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য। ইসলামের হৃত গৌরব এবং সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তাঁর আবির্ভাব।

খিলাফত ব্যবস্থা তাঁর মাধ্যমেই এই যুগে সূচিত হওয়ার নির্ধারিত ছিল আর তা হয়েছে। আর আজ সমগ্র বিশ্বে একমাত্র জামাতে আহমদীয়াতেই সেই খিলাফত ব্যবস্থা রয়েছে যা সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার করছে। যে খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে, যারা ইবাদত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে,আর এই সব বিষয়গুলো দৃঢ়তা লাভের কারণ। ফেতনা এবং নৈরাজ্যের স্থান গড়ে তুলছে না ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক সুইডেনের মাহমুদ মসজিদে প্রদত্ত ১৩ ই মে, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১৩ ই হিজরত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন।

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

(সূরা আত্-তওবা: ১৮)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

(সূরা আল্-হাজ্জ: ৪২)

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'লার। আল্লাহ্ তা'লা আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুইডেনকে তাদের দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণের তৌফিক দিয়েছেন। এর নাম রাখা হয়েছে মসজিদে মাহমুদ। মহিলা ও পুরুষ সকলেই মাশাআল্লাহ্ এই মসজিদের নির্মাণের প্রেক্ষাপটে সুগভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। এটি অনেক বড় একটি পরিকল্পনা ছিল অথচ এখানকার জামাত একটি ছোট জামাত। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি তাদের জন্য অনেক বড় একটি প্রজেক্ট ছিল। এখানে অনেকেই আছে যাদের আয় উপার্জন নেই। অনেকে বয়োঃবৃদ্ধও আছেন। এছাড়া শিশু এবং গৃহিনীরাও রয়েছেন। কিন্তু যেখানে আয়-উপার্জনকারীরা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন আর মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী করেছেন সেখানে মহিলা এবং শিশুরাও পিছিয়ে থাকেন নি আর আল্লাহ্র গৃহ নির্মাণের জন্য ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কে এমন আছে যার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, কামনা-বাসনা নেই, কে আছে যার কোন চাহিদা নেই। আর বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন অগণিত জাগতিক এবং বৈষয়িক জিনিস দৃষ্টি আকর্ষন করছে সেখানে আহমদীদের আর্থিক কুরবানী দেখে মানুষ হতভম্ব হতে হয়। এখানে শুধু এক মসজিদ নির্মাণের প্রশ্ন নয়, মসজিদ নির্মাণ, নামায সেন্টার নির্মাণ এবং ক্রয়, মিশন হাউস নির্মাণ এবং ক্রয়ের পরিকল্পনা একটি অব্যাহতভাবে চলে আসছে। এছাড়াও অগণিত খরচ এবং ব্যয়ের খাত রয়েছে আর পৃথিবীর সর্বত্র এ কাজ চলছে। এছাড়া অন্যান্য চাঁদাও এর পাশাপাশি দিতে হচ্ছে। নিজেদের চাহিদা পূরণ এবং নির্মাণ ব্যয় পূরণের পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল আহমদীরা দরিদ্র দেশে বসবাসকারী আহমদীদের অভাব মোচনের জন্যও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করছেন বা দরিদ্র বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তাদের কুরবানী এবং ত্যাগের পরও যে ঘাটতি থেকে যায় তাও স্বচ্ছল আহমদীরা পূরণ করে সে সমস্ত দেশের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। যাহোক আহমদীয়া জামাতে বহু এমন মানুষ রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যাদের ধাত এবং প্রকৃতি হলো, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য তারা ব্যকুল থাকেন, সুযোগ খুঁজেন আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জামাতের জন্য আর্থিক ব্যয়ের এটি সেই ইসলামিক প্রেরণা এবং চেতনা যা এই যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস আমাদের মাঝে সঞ্চার করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তেমনি আজও এমন কুরবানী আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করে, আর এসব কিছু খোদার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত খোদার প্রতিশ্রুতিরই পূর্ণতা যে, আল্লাহ্ তা'লা তার চাহিদা পূরণ করার নিজেই ব্যবস্থা নিবেন।

এই মসজিদ নির্মাণ এবং ওপরে আবাসনের ব্যবস্থা, অফিস ভবন, লাইব্রেরী ইত্যাদির পিছনে যে ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে তা হলো সাড়ে সাঁইত্রিশ মিলিয়ন ক্রোনারের অর্থাৎ ৩.২ মিলিয়ন পাউন্ড বা সোয়া তিন মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। হল, মুরুব্বীর বাসগৃহ, রান্নাঘর ইত্যাদিও নির্মিত হয়েছে। হলের ফিনিশিংয়ের কাজ এখনো চলছে। ব্যবস্থাপকদের ধারণা, আরও কিছু ব্যয় হবে এবং আরও আট দশ মিলিয়ন ক্রোনার প্রয়োজন হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অধিকাংশ প্রজেক্ট যেভাবে হয়ে থাকে তা হলো অনেক কাজ আমরা ওয়াকারে আমলের মাধ্যমেও সমাধা করি। এর ফলে কিছুটা ব্যয় সাশ্রয়ও হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করছে, আর কেউ কেউ আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা দিন রাত এখানে অবস্থান করেছেন। এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীরা কিছুক্ষনের জন্য বাসায় যেতেন আবার ফিরে আসতেন যেন তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয় আর উদ্বোধন সম্ভব হয়,কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় আমি যেভাবে বলেছি কাজ এখনো সমাপ্ত হয়নি। ঠিকাদার বা শ্রমিকরা একবার প্রবেশ করলে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতই সেখান থেকে বের হয়। এখানকার ব্যবস্থাপকদের এই মার্জিন রেখেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল। যাই হোক আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীদের আর সেই সকল লোকদের উত্তম প্রতিদান দিন যারা এই মসজিদ এবং এই কমপ্লেক্স নির্মাণে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রেখেছেন। খুব সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এতদঅঞ্চলের মানুষও এর সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করছে। দু'দিন পূর্বে পত্রিকা এবং রেডিওর প্রতিনিধিরা এখানে এসেছিল, আমাকে তারা এটিই বলেছে যে, খুবই সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আর এই এলাকার সৌন্দর্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

ছোট বড় সকলেই একইভাবে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরছি।

এগারো বছর বয়স্কা এক মেয়ে মসজিদের জন্য কয়েক শত ক্রোনার চাঁদা দিয়েছে এবং বলে যে, বেশ কয়েকদিন থেকে খরচের জন্য যে টাকা সে জমা করে রেখেছিল তা মসজিদ নির্মাণের জন্য দিয়ে দিচ্ছে।

এগারো/বারো বছর বয়স্কা এক মেয়ে আমীর সাহেব বা চাঁদা সংগ্রহকারীদের কাছে আসে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঁচ শত ক্রোনার দেয় আর বলে যে, তার কাছে দু'টো তোতা পাখি ছিল যা বিক্রি করে সে এই টাকা মসজিদ খাতে দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করেছে। এইসব দেশে পোষ্য বা pet রাখার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এই আহমদী মেয়ে এখানকার ছেলেমেয়েদের মত তার পোষ্য প্রাধান্য দেয় নি বরং আল্লাহ্র গৃহ নির্মাণকে তার নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার সন্তুষ্টিই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত যা কেবল আহমদী ছেলেমেয়েদের জন্যই বোঝা সম্ভব, শৈশব থেকেই যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উক্তি সম্পর্কে সত্যিকার বুৎপত্তি অর্জন করে যে, মসজিদ নির্মাণে যে ভূমিকা রাখে সে জান্নাতে নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করে। এছাড়া তিনি (সা.) এটিও বলেছেন যে, শহরের সর্বোত্তম জায়গা হলো মসজিদ আবার এটিও বলেছেন যে, বিভিন্ন গোত্রে, শহরে এবং পাড়ায় তোমরা মসজিদ নির্মাণ কর। এ কারণেই আমরা বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি।

অনেক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করে যে, এখানে এই মসজিদ কেন নির্মাণ করা হয়েছে, বিশেষত্ব কি, কি কারণে এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে ইত্যাদি। এখানেও এই প্রশ্ন করা হয়েছে। এটি 'মালমো'-র কোন বিশেষত্ব নয় বা অন্য কোন স্থানেরও কোন বিশেষত্ব নেই। আমাদের কাজ হলো মসজিদ নির্মাণ করা যেন যেখানেই কিছু আহমদী থাকে তারা যেন একত্রিত হয়ে ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এক মেয়ে ইতেকাফ বসেছিল। সে স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তার গয়না বা অলঙ্কার মসজিদের জন্য দিয়ে দেয়। বাহ্যত খুব দামি কোন গয়না বা অলঙ্কার ছিল না কিন্তু সেই অলঙ্কারই তার একমাত্র মূলধন ছিল যা তার পিতামাতা তাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিল। কিন্তু সেই মেয়ে জামাতের যে ব্যক্তিকে সেই অলঙ্কার দিয়েছিল তাকে জোর দিয়ে বা তাকিদপূর্ণভাবে অনুরোধ করে যে, পিতামাতাকে যেন এটি জানানো না হয়।

আরেক জন ওয়াকফে নও এমন আছে যে নিজের সমস্ত গয়না এবং খরচ খাতে যত টাকা সে পেত তার সব একটি খামে রাখে এবং একটি পত্র লিখে পিতার বালিশের নিচে রেখে দেয় যে, আমার কাছে শুধু মাত্র এগুলোই রয়েছে, এছাড়া এমন কিছু নেই যা আমি এই মসজিদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থাপন করতে পারি।

এছাড়া এমন যুবতী মেয়েরাও আছে সম্প্রতি যাদের বিয়ে হয়েছে, গয়নাগাটি ব্যবহারের স্বাদ তখনও তাদের পূর্ণ হয় নি। কিন্তু যে গয়নাগাটিই তাদের ছিল তার পুরোটাই মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তারা উৎসর্গ করেন।

অনেক মহিলাদের স্বামীরা অনেক বড় অঙ্কের ওয়াদা পূর্বেই করে রেখেছেন আর তা পরিশোধও করেন, এসব মহিলারাও নিজেদের গয়নাগাটি এবং যত মূলধন ছিল তাদের কাছে তার পুরোটাই মসজিদ খাতে দিয়ে দেন।

আমাকে জানানো হয়েছে দু'জন মহিলা এমন ছিলেন যাদের আর্থিক কুরবানীর কোন সামর্থ ছিল না, কিছুই ছিল না কিন্তু পাকিস্তানে পিতার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা ঘর পেয়েছেন, সেই ঘর বিক্রি করে এর

থেকে প্রাপ্ত মোট অর্থ মসজিদ খাতে দিয়ে দেন যা পাকিস্তানী মুদ্রায় কয়েক লক্ষ ছিল।

এক যুবক মসজিদ খাতে খরচের জন্য একটি বড় অংকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যার একটি অংশ তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আলাদা হয়ে যায় বা তালাক হয়ে যায়। কিন্তু কৃত ওয়াদা সম্পর্কে যখন তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন সেই যুবকের পিতা বলেন যে, যেহেতু এই মেয়ে থেকে আলাদা হয়ে গেছে বা তালাক হয়ে গেছে তাই মেয়ে নিজের অংশ নিজেই দিবে কিন্তু সেই যুবক বলে যে, না, যেহেতু আমি তার পক্ষ থেকে ওয়াদা করেছি তাই তালাক সত্ত্বেও আমিই এই অংক আদায় করব এবং তিনি পুরো অংক আদায় করেন। কোথাও আমরা এমন মানুষও দেখি যারা মহিলাদের প্রাপ্য বৈধ অধিকারও দেয় না আর 'কাযা' বা বিচারবিভাগের সিদ্ধান্ত না মানার কারণে অনেক সময় তাদের শাস্তিও হয়ে যায়। অথচ সেটি মহিলার অধিকার এবং পুরুষের জন্য সেটিও অবশ্য প্রদেয় হয়ে থাকে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে দেখুন যেভাবে আমি বলেছি যে, বিচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন আর এমন মানুষই মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

মালমো জামাতের এক যুবক যিনি পার্ট টাইম চাকুরী করতেন, মসজিদের প্রেক্ষাপটে যখন প্রতিশ্রুতির অংক বৃদ্ধি করার কথা বলা হয় তখন তিনি দশ হাজার ক্রোনার থেকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষ ক্রোনার লেখান আর পরের সপ্তাহেই পঞ্চাশ হাজার ক্রোনার প্রদানের জন্য মসজিদে পৌঁছান। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এত অর্থ কোত্থেকে একত্রিত করলেন, তাৎক্ষনিক আপনার অবস্থায় এমন কোন পরিবর্তন আসে নি, আর প্রতিশ্রুতিও দুই বছরে পূর্ণ করার বিষয় ছিল, তখন তিনি বলেন যে, আমি নিজের গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছি, এছাড়া যে অর্থ ঘরে সঞ্চিত ছিল তা মসজিদ খাতে প্রদানের জন্য এসে যাই। আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীর কল্যাণে তার স্থায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করেন। পূর্বের চেয়ে ভালো এবং নতুন গাড়ি ক্রয় করার তার সৌভাগ্য হয়েছে।

এই হলো কুরবানী এবং ত্যাগের সেই প্রেরণা এবং চেতনা যা সর্বত্র দেখা যায়। এটি এই স্থানের কোন বিশেষত্ব নয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে এমন অনেক আহমদী আছে, এছাড়া আরো অনেক আহমদী হয়তো এমন থাকবে, আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম।

এই মসজিদের স্থান, নির্মাণ এবং ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলতে চাই। ১৯৯৯ সনে এই মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যখন কাউন্সিলের কাছে আবেদন জমা করা হয় তখন এর জন্য জনাব এহসান উল্লাহ্ সাহেব পাঁচ হাজার বর্গমিটারের ভূমির একটি প্লট জামাতের হাতে তুলে দেন। এই জমি এক টিলায় অবস্থিত। একটি দর্শনীয় স্থানে অবস্থিত। একটি মেইন হাইওয়ে এর পাশ দিয়ে যায় যা নরওয়ে এবং সুইডেনকে পুরো ইউরোপের সাথে যুক্ত করেছে। সুইডেন এবং ইউরোপের সকল বড় বড় সড়কের সংযোগ স্থাপিত হয় এর মাধ্যমে। এটি একটি বড় এবং খুবই ব্যস্ত হাইওয়ে। দূর থেকেই মসজিদের দৃষ্টি নন্দন এবং গগন চুম্বি অট্টালিকা যাতায়াতকারীদের চোখে পড়ে এবং এটি তাদেরকে তওহীদের বাণী দিয়ে চলেছে।

আল্লাহ্ তা'লা করুন সকল আহমদী যেন মসজিদ নির্মাণের পর নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে আর তবলীগের মাধ্যমেও এই মসজিদ যেন সবসময় তওহীদের প্রসারের কারণ হয়। আর এর প্রকৃত সৌন্দর্য যা ধর্মীয় শিক্ষারই সৌন্দর্য আর যে উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হয়েছে তা যেন পরিষ্কারভাবে জগতের সামনে প্রতিভাত হয়।

এই কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজের আওতায় মোট ২৩৫৩ বর্গমিটার জমি রয়েছে। পাঁচটি ভবন নির্মিত হয়েছে। বড় ভবন হলো মসজিদে মাহমুদ। এর মোট আয়তন ১৪৯৪ বর্গমিটার। স্পোর্টস হল ৭৫০ বর্গমিটার। এছাড়া আরো ভবন রয়েছে। মসজিদের দু'টো হল রয়েছে, একটি ওপরে একটি নিচে। পুরুষদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক হলের ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনারা মহিলাদেরকে মূল মসজিদে থাকতে দেন না, আলাদা করে দেন। এখানে এই সকল লোকদের সেই আপত্তি যারা ইসলামের ওপর আপত্তির সুযোগ খুঁজে তাদের জন্য এটি যথেষ্ট উত্তর যে, একই মসজিদ ব্লকে উভয় হল রয়েছে এবং এই দু'টো হলই প্রায় এক সদৃশ। এই হলের প্রতিটিতে প্রায় পাঁচশত ব্যক্তির নামাযের সঙ্কুলান হয়। স্পোর্টস হলে সাতশত ব্যক্তির নামাযের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ১৭০০ মানুষ এক সাথে নামায পড়তে পারবে। আজ বাইরে থেকে অনেকেই এখানে এসেছেন, তাই মসজিদ পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ দিনগুলোতে সঙ্কুলানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি খুবই বড় একটি মসজিদ। পুরো দেশের জামাতও যদি এখানে সমবেত হয় তাহলেও নামাযীদের জন্য ওপরেও আর নিচেও অর্ধেক জায়গা খালি থাকবে। সুতরাং এখানকার আহমদীদের দায়িত্ব হলো এখন নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। আজ উদ্বোধন হচ্ছে, আমি এসেছি, এছাড়া অনেকেই বাইরে থেকে এসেছে, তাই দেখা যাচ্ছে যে, মসজিদ পরিপূর্ণ, ওপরে, নিচে এবং বাইরেও মানুষ বসে আছে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় যেভাবে আমি বলেছি মসজিদ এত বড় যে, সারা দেশের জামাতও যদি সমবেত হয় তাহলেও অর্ধেক মসজিদ খালি থাকবে। এখানকার আহমদীদের নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। স্থানীয়দের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত করে তাদেরকে তওহীদের দিকে আকৃষ্ট করুন। এটি তাদের প্রতি সহানুভূতিরও দাবি আর সত্যিকার অর্থে এটি তাদের প্রাপ্য। এখানকার সরকার এবং জনসাধারণ তথা এদেশের অধিবাসীরা জায়গা দিয়ে আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছে বা আপনাদের জায়গা দিয়ে যে অনুগ্রহ করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান হলো তাদেরকে খোদার নিকটতর করুন। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দায়িত্বও তখনই পালিত হবে যদি ইবাদতকারীদের মাধ্যমে এটিকে পরিপূর্ণ করার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। যদি আপনারা নিজেরাও এখানে এসে নামাযের মাধ্যমে এটিকে আবাদ করেন আর তবলীগ করে এতদঅঞ্চলের মানুষকে ইসলামের শিক্ষার সাথে পরিচিত করেন তবেই যথাযথ দায়িত্ব পালন হবে। এ কথার প্রতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"এখন আমাদের জামাতে মসজিদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ খোদার ঘর। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের জামাতের মসজিদ নির্মিত হবে নিশ্চিত ধরে নিতে পার যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভিত রচিত হয়েছে। যদি এমন কোন গ্রাম বা শহর থাকে যেখানে মুসলমান সংখ্যায় কম বা যদি মুসলমান না থাকে কিন্তু তোমরা সেখানে ইসলামের উন্নতি চাও তাহলে একটি মসজিদ বানিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদের আকৃষ্ট করবেন, (অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানরাও আসবে আর স্থানীয় মানুষের মাধ্যমেও সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।) কিন্তু শর্ত হলো মসজিদ নির্মাণের পিছনে তোমাদের মনমানসিকতা আন্তরিক হওয়া উচিত, শুধুমাত্র খোদা তা'লার খাতিরে তা করা উচিত। কোন প্রকারের স্বার্থ বা দুরাভিসন্ধি যেন এতে না থাকে। তাহলেই আল্লাহ্ তা'লা আশিসমন্ডিত করবেন।"

এই শর্ত নিয়ে সবসময় ভাবতে হবে যে, পুরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকা চাই। আর কোন প্রকার কু-মতলব এবং অনিষ্ট যেন হৃদয়ে না থাকে। সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করা উচিত। মসজিদ নির্মাণ এবং এরপর মসজিদ যদি আবাদ করা হয় তাহলে তা অশেষ এবং অঢেল বরকতের কারণ হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, "জামাতের নিজস্ব মসজিদ থাকা চাই যেখানে জামাতের নিজস্ব ইমাম নিযুক্ত থাকবেন যিনি ওয়াজ নসীহত করবেন। জামাতের লোকদের উচিত সম্মিলিতভাবে এতে বা-জামাত নামায পড়া। তিনি বলেন, জামাত এবং ঐক্যে অসাধারণ বরকত ও কল্যাণ অন্তর্নিহিত আছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, সব জায়গার আহমদীদের এটি স্মরণ রাখা উচিত, তারা নরওয়ের মানুষ হোক বা ডেনমার্কের বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আহমদীরাই হোন না কেন। মসজিদ আবাদ করার পিছনে উদ্দেশ্য হলো জামাতের ঐক্যকে দৃঢ় করা। আমাদের সবার এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, বিশৃঙ্খলার ফলে ভেদাভেদ দেখা দেয়। এখন ঐক্যকে অনেক দৃঢ় করা উচিত। একতা, প্রেম এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে উন্নতি করুন। ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়াদি উপেক্ষা করা উচিত। আপনারা ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া বিবাদ ও কুধারণা করা পরিহার করুন। তুচ্ছ বিষয়াদি পরিহার করা উচিত যা বিভেদের কারণ হয়ে থাকে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০)

আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামী শিক্ষা যা মুসলমানরা শুধু ভুলেই বসেনি বরং বিভিন্ন প্রকার বিদআতের সূচনা করে দলাদলি আরম্ভ করেছে এবং ইসলামী মূল্যবোধ তো দূরের কথা চারিত্রিক মূল্যবোধকেও তারা হারিয়ে বসেছে। আমাদের উচিত এসব এড়িয়ে স্বার্থপরতার পরিবর্তে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। অন্যদের অবস্থা দেখে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আর আমাদের এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হওয়া উচিত। ঐক্য

এবং অভিন্নতা সৃষ্টি করুন আর এর জন্য খোদা বর্ণিত রীতি অনুসরণ করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায এবং মসজিদের প্রেক্ষাপটে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এখন আমি তা উপস্থাপন করছি।

তিনি (আ.) বলেন,

"নামায জামাতবদ্ধভাবে পড়ার যে সওয়াব এবং পুণ্য রয়েছে এর কারণ হলো এর ফলে ঐক্য সৃষ্টি হয় আর এই ঐক্যকে ব্যবহারীক রূপ দেওয়ার ওপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যখন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াও তখন যেন পা-ও সমান ভাবে একসারিতে থাকে, সোজা থাকে। আর সারি যখন সোজা হয় আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেন দাঁড়ানো হয়, যেন তাদেরকে এক অভিন্ন মানবসত্তার মত দেখায় আর যেন একের জ্যোতি অন্যের মাঝে সঞ্চারিত হয়। কারো মাঝে আধ্যাত্মিকতা বেশি কারো মাঝে কম। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিকতার এই যে জ্যোতি পরস্পরের মাঝে যেন সঞ্চারিত হয়। সেই পার্থক্য যেন না থাকে যার ফলে স্বার্থপরতা এবং অহংকার দানা বাঁধতে পারে। এই ছিল তাঁর বাসনা। স্বার্থপরতা এবং অহংকার যেন মিটে যায়। তিনি বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখ, মানুষের মাঝে পরস্পরের জ্যোতি, আকর্ষণের শক্তি রয়েছে। আর এই ঐক্যের জন্য নির্দেশ রয়েছে যে, দৈনন্দিন নামায পাড়ার মসজিদে আর সপ্তাহের পর শহরের মসজিদে আর বছরের পর যেন ঈদগাহতে মানুষ সমবেত হয়। সারা পৃথিবীর মানুষ বছরে বা জীবনে একবার যেন বায়তুল্লায় সমবেত হয়। এই সমস্ত নির্দেশের উদ্দেশ্যই হল সেই ঐক্য।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০)

নামায থেকে হজ্জ পর্যন্ত যত নির্দেশ রয়েছে এর উদ্দেশ্য হল ঐক্য। এই সমস্ত ইবাদতের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে এক ও অভিন্ন জাতিসত্তায় পরিণত করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সবচেয়ে বেশি মতভেদ এবং দলাদলি মুসলমানদের মাঝে দেখা যায়।আমরা আহমদীদেরকে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

তিনি বলেন যে, "মসজিদের মূল সৌন্দর্য ভবণের মাঝে নিহিত নয়, বরং সেইসব নামাযীদের সাথে তার সম্পর্ক যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে, আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ে। নতুবা এসব মসজিদ জনশুন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মুসলমানদের মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছোট্ট ছিল, খেজুর পাতা দিয়ে এর ছাদের ছাউনি তৈরী হয়েছে, বৃষ্টির সময় ছাদ চুয়ে পানি পড়ত। মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মহানবী (সা.)-এর যুগে দুনিয়ার কীটেরাও একটি মসজিদ নির্মান করেছিল। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তা ভূপাতিত করা হয়েছে। মসজিদের নাম ছিল 'মসজিদে জেরার' অর্থাৎ ক্ষতিকর মসজিদ। এই মসজিদকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মসজিদের জন্য নির্দেশ হল তাকওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত হওয়া উচিত।"

(মালফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭০)

অবশ্যই এই মসজিদের প্রেক্ষাপটে দেখা গেছে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণা যা পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের নি:স্বার্থ এবং নিষ্পাপ কুরবানী যা সকল কৃত্রিমতার উর্ধ্বে ছিল। এটি এ কথার প্রমাণ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া এবং শিক্ষা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে এবং আমাদের মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা জাগতিক নয় বরং সম্পূর্ণভাবে ইবাদতকারীদের উদ্দেশ্যেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং খোদার সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদিত প্রতিটি কাজের পর এই চিন্তা করা উচিত যে, কোন একটি লক্ষ্য অর্জনের পর আমরা যেন আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন না হই। একথা মনে করবে না যে, এক সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করে আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে। সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমন নয় বরং এই মসজিদ নির্মাণের পরেই আমাদের আসল কাজ এখন আরম্ভ হয়েছে, এখানে বসবাসকারী সবার এই কথা স্মরণ রাখতে হবে। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা আয যারিয়াত: ৫৭)। অর্থাৎ জ্বিন এবং ইনসানকে আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। এই নির্দেশ অনুসারে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদেরকে ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে আর ইবাদতের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি পালিত হয় মসজিদে উপস্থিতি বৃদ্ধির মাধ্যমে। যেভাবে হাদীসের আলোকে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এরপর দেখুন, খোদা তা'লার প্রিয়দের সাথে স্নেহের বহি:প্রকাশ, বিভিন্ন নেয়ামতে তাদেরকে ধন্য করার দৃষ্টান্ত দেখুন। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, বা-জামাত নামায, মসজিদে এসে যারা বা-জামাত নামায পড়ে তারা সাতাশ গুণ বেশি পুণ্যের অংশীদার হয়।

(বুখারী, কিতাবুস সালাত)

আরেক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, যা আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তির জামাতের সাথে পড়া নামায তার সেই নামায থেকে পঁচিশগুণ (কোন কোন স্থানে সাতাশগুণ) বেশি উত্তম যা সে নিজের ঘরে বা বাজারে পড়ে। আর এর কারণ হল, সে যখন ওযু করে আর ভালোভাবে ওযু করে আর মসজিদের উদ্দেশ্যে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যে যদি সে বের হয় তাহলে যে পদক্ষেপই নেবে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি করা হবে আর এর ফলে তার একটি পাপ দূরীভূত হবে । সে যতক্ষণ নামায পড়ে জায়নামাযে থাকবে ফেরেশতা তার জন্য 'রহমত' বারির দোয়া করে যাবে। তারা কি দোয়া করবে? তারা বলবে, 'হে আল্লাহ্! এর ওপর বিশেষ রহমত বর্ষণ কর, এর প্রতি করুনা কর। তিনি আরও বলেন, কোন ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে নামাযি বলেই গণ্য হয়।

(বুখারী, কিতাবুস সালাত)

এই কথা মনে করবেন না যে, খোদা তা'লা অপেক্ষার পুরস্কার দেন না, মসজিদে এসে যারা নামাযের অপেক্ষায় থাকে তারাও পুণ্যের ভাগী হয়।

আরেক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতে তার জন্য আতিথ্যের উপকরণ সৃষ্টি করেন।'

(বুখারী, কিতাবুস সালাত)

তাই মসজিদে আগমণকারীরা খোদার অতিথি হয়ে থাকেন। পূর্বের চেয়ে বেশি পারস্পরিক স্নেহ এবং ভালোবাসার বহি:প্রকাশের মাধ্যমে আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আপনারা যারা এখানে আছেন তাদের বা পৃথিবীর যেখানেই আহমদীরা বসবাস করে মসজিদে যখন যাবেন সেখানে মসজিদের প্রতি এই দায়িত্বও পালন করবেন। এ মসজিদ নির্মানের পর পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা দেখাতে হবে এবং অবহিত করতে হবে। যেভাবে মসীহ্ মওউদ বলেছেন, মসজিদ মুসলমান বানানোর কারণ হবে। যদি আমাদের কর্ম ইসলামী শিক্ষা সম্মত না হয়ে থাকে, যদি আমরা ইসলামের বাণী প্রচার না করে থাকি, তাহলে মানুষ যদিও মসজিদ দেখে নি:সন্দেহে এ দিকে আকৃষ্ট হবে, মনোযোগী হবে। কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি, মসজিদ হাইওয়ের পাশে অবস্থিত, উজ্জ্বল গম্বুজ, দূর থেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু এই মনোযোগ আকর্ষণ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণে হবে। মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য তখন চোখে পড়বে যখন এতে ইবাদতকারীরা এই মসজিদে ইবাদতের কল্যানে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশ করবে। সাময়িক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে আর্থিক কুরবানী করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। অনেকের সাময়িকভাবে কুরবানী করেছে, অনেকে বেশ কয়েক বছর ধরে কুরবানী করছে। বিশেষ করে শিশু এবং যুবকদের পক্ষ থেকে এমনটি হয়েছে কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন কুরবানীর সূচনা তো এখন হচ্ছে। এই মসজিদের যে বাহ্যিক সৌন্দর্য সেটিকে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করুন। এটি অনেক বড় একটি কাজ যা আমাদেরকে করতে হবে, এখানকার মানুকে করতে হবে। মসজিদের যে বাহ্যিক সৌন্দর্য সেটিতে অভ্যন্তরীন এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে পরিণত করতে হবে। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ধারাবাহিকতার দাবি রাখে, এক অনবরত প্রচেষ্টার নাম এটি। অতএব সব আহমদী আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার, অব্যাহত রাখার অঙ্গিকার করুন।

এই আয়াত যা আমি প্রথম দিকে তেলাওয়াত করেছি, প্রথম আয়াতটি হলো সূরা তাওবার। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেন, 'আল্লাহ্‌র মসজিদ কেবল তারা আবাদ করে যারা আল্লাহ্‌র সত্ত্বায় ঈমান আনে, আর পরকালে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অচিরেই এমন মানুষ হেদায়াত প্রাপ্তদের মাঝে গণ্য হবে'।

অতএব মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনা আর ঈমান তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন মানুষ সকল প্রকার শির্‌কমুক্ত থাকে। শির্‌ক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে আর সব কিছুর দাতা আল্লাহ্ তা'লাকে জ্ঞান করে আর এর পর রয়েছে পরকালের ঈমান এবং এর বিভিন্ন অনুসঙ্গ। 'আখেরাত' ব্যাপক একটি বিষয় কিন্তু মানুষ যদি কেবল এই বিষয় নিয়েই চিন্তা করে যে, পরকাল ইহজগৎ থেকে শ্রেয়। যদি এটি নিয়েই চিন্তা করে তাহলে জাগতিক তুচ্ছ বিষয়াদি অর্জন করার পিছনে নিজের সকল শক্তি ব্যায়ের পরিবর্তে পরকালের নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য

মানুষের চেষ্টা করার কথা।

আল্লাহ্ তা'লা এক জায়গায় বলেন যে, وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا (সূরা-ইউসুফ, আয়াত-১১০) আখেরাতের নিবাস যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য অধিক উত্তম। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে মো'মিন একটি আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করে, কিন্তু মসজিদের আবাদী তাকওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত দায়িত্ব তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই পালিত হবে আর তাকওয়া সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যক হল বড় বড় পাপ যেমন ব্যভিচার, চুরি, অন্যের অধিকার আত্মরাত করা, অধিকার পদদলিত করা, লৌকিকতা করা, আত্মশ্লাঘা, অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করা, কার্পণ্য ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, ঘৃণ্য অভ্যাস পরিত্যাগ করে আচার-আচরণে উন্নতি করা, নোংরা এবং বাজে অভ্যাস পরিত্যাগ করা। উন্নত গুণাবলী শুধু অবলম্বনই নয় বরং সেক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে। মানুষের সাথে বিনম্র এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ কর। এটিই হল চরিত্র এবং তাকওয়া, মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ কর। মুসলিম, অ-মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রতি সহানভূতি প্রদর্শন কর। খোদার প্রতি সত্যিকার নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা উচিত। ধর্ম সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মানে উপনিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তার এমন কাজ করা উচিত যার ফলে খোদার স্নেহ দৃষ্টি পড়ে। যেসব কাজের মাধ্যমে মানুষ মুত্তাকী আখ্যায়ীত হয়। যারা এসব গুণাবলীর সমাহার হয়ে থাকে তারাই সত্যিকার মুত্তাকী অর্থাৎ একটি চারিত্রিক সৌন্দর্য বিক্ষিপ্তভাবে যদি কারো মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে সে মুত্তাকী আখ্যায়ীত হবে না। সমস্ত নৈতিক সৌন্দর্য যখন এক ব্যক্তির মাঝে কেন্দ্রীভূত হয় তখন মুত্তাকী আখ্যায়ীত হয়। এটি নয় যে, একটি পূণ্য কর্ম করল, চাঁদা দিল নেকী হয়ে গেল, নামায পড়ল নেক কর্ম হয়ে গেল। চাঁদা, নামায, মানুষের সেবা, মানুষের প্রতি সহানভূতি, উন্নত ব্যবহার এবং উন্নত চারিত্রিক সৌন্দর্য এগুলি একত্রিত হলে মুত্তাকী হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। মোটের ওপর যতক্ষণ পর্যন্ত না চারিত্রিক গুণাবলী তার মাঝে সমবেত না হবে সে মুত্তাকী গণ্য হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০০)

অতএব আমি যেভাবে বলেছি যে, আমাদের দায়িত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মসজিদের প্রেক্ষাপটে দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনের জন্য আমাদের মাঝে একটি বিরাট বড় বিপ্লব আনয়ন করতে হবে।

এরপর নাযাম কায়েমের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। নামায কায়েম হল পাঁচবেলা বা-জামাত নামায পড়া। সুতরাং এই মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন নামাযীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে যারা একনিষ্ঠভাবে খোদার ইবাদত করতে চায় বা একনিষ্ঠভাবে খোদার ইবাদতকারী। এরপর যাকাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে গরীবদের অধিকারের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। একজন প্রকৃত মু'মিন, যে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে সে নামায কায়েম এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা ছাড়াও অবশ্যই নিজের সম্পদকে পবিত্র করারও চেষ্টা করবে। সম্পদকে পবিত্র করার সর্বোত্তম উপায় হল সম্পদ খোদার পথে ব্যায় করা এবং তার বান্দাদের অধিকার প্রদানের মানসে খরচ করা। আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে যে সঠিক ব্যুৎপত্তি এবং জ্ঞান রয়েছে আজকের যুগে আহমদী ছাড়া অন্য কারো মাঝে দেখা যায় না।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েক স্থানে যাকাত প্রদানের প্রতি এবং সম্পদ খরচের প্রতি বিশেষভাবে যাকাত প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেকেই বলে জামাতে যাকাত আদায়ের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেওয়া হয় না। অথচ এটি ইসলামের মৌলিক একটি নির্দেশ। এটিকে উপেক্ষা করে চাঁদার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাকাত যার জন্য ফরয বা আবশ্যক তার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করা হয়। আর বার বার তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। আমি বেশ কয়েকটি খুতবায় বেশ কয়েক বছর থেকে বিষদভাবে বিভিন্ন সময়ে এর ওপর আলোকপাত করেছি। এটি কিভাবে হতে পারে যে, আমরা এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করব না। খিলাফত ব্যবস্থার সাথে যাকাতের একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। আয়াতে 'ইস্তেখলাফ', যে আয়াতে খিলাফত ব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, দিক নির্দেশনা রয়েছে এর পরবর্তী আয়াতেই নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদানের প্রতি আল্লাহ্ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি অন্যান্য চাঁদা এবং তাহরীকের প্রতি আহ্বান করা হয় তাহলে এর কারণ হল যাকাত সবার জন্য আবশ্যক নয়, এর একটা হার আছে, কিছু শর্ত আছে যাকাতের, আর এই যাকাতের ভিত্তিতে সব ব্যয়ভার নির্বাহ হতে পারে না। জামাতের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীতে যত ব্যাপক কার্যক্রম চলছে এর নির্বাহের জন্য অন্যান্য চাঁদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। ওসীয়্যত এবং রীতিমত নিজের জন্য আবশ্যক মনে করে প্রত্যেকমাসে চাঁদা প্রদানের এই যে ব্যবস্থা এটি হযরত মসীহ্ মওউদের নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত।

যাইহোক, এর বিস্তারিত আলোচনায় এখন আমি যাব না শুধু কথা প্রসঙ্গে বললাম। আমি শুধু এটি বলতে চাচ্ছি যে, মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় আর সেই দায়িত্বপালনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেও এটি হবে আর পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেও এটি সম্ভব। নিজের তাকওয়ার ওপর দৃষ্টি রেখে আর খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি চেষ্টা করেন তবেই এ দায়িত্ব পালিত হতে পারে। নামায কায়েম এবং সৃষ্টির খেদমতের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব পালিত হবে। এই যুগে ধর্মের দৃঢ়তা অর্জন হয়েছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এবং তার মাধ্যমেই হওয়া নির্ধারিত ছিল, কেননা তিনি রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য। ইসলামের হৃত গৌরব এবং সৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি খাতামুল খুলাফাও বটে। আর পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। পৃথিবীর মানুষ যেন ইসলামের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে এবং অনুধাবন করতে পারে, এটি তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য।

আমি যে, দ্বিতীয় আয়াত তেলাওয়াত করেছি তা সূরা হজ্জেরই আয়াত। যাতে আল্লাহ্ তা'লা সেসব লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যখন তাদের তিনি ক্ষমতা দেন বা দৃঢ়তা দান করেন তারা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হয় সেগুলির মাঝে রয়েছে নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, নেক কাজের প্রসার, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। এই যুগে যার মাধ্যমে পৃথিবীতে দৃঢ়তা লাভ হওয়া নির্ধারিত ছিল তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি। খিলাফত ব্যবস্থা তাঁর মাধ্যমেই এই যুগে সূচিত হওয়ার নির্ধারিত ছিল আর তা হয়েছে। আর আজ সমগ্র বিশ্বে একমাত্র জামাতে আহমদীয়াতেই সেই খিলাফত ব্যবস্থা রয়েছে যা সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার করছে। যে খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে, যারা ইবাদত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে,আর এই সব বিষয়গুলো দৃঢ়তা লাভের কারণ। ফেতনা এবং নৈরাজ্যের স্থান গড়ে তুলছে না । অর্থাৎ ইসলামের জন্য তা সন্মান, দৃঢ়তা এবং মাহত্ম বয়ে আনছে। ইসলামী শিক্ষা প্রচার করে এর কল্যাণে ইসলামের শক্তি, সম্মান এবং মাহত্ম লাভ হচ্ছে।

তাই সব আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব হল এই সম্পর্কে চিন্তা করা আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করা আর এর জন্য অঙ্গিকার পালনের মাধ্যমে নিজের চিন্তা-ধারাকে খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করার স্থায়ী চেষ্টা অব্যাহত রাখা। এই আয়াতের আলোকে এই কথা সব সময় দৃষ্টিপটে রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দারা আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চায়, তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য তারা পায়। মানুষ যদি সৎ হয়ে থাকে এবং সত্যিকার মু'মিন হয়ে থাকে সে আল্লাহ্‌কে যখন সাহায্যের জন্য ডাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সে সাহায্য পায়। তারা নিজেদের সকল শক্তি এবং নিজেদের সকল যোগ্যতা, সামর্থ্য মানবতার কল্যাণে প্রয়োগ করে একই সাথে খোদার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করে। খোদা ভীতি যারা রাখে, যারা খোদাকে ভয় করে তারা ঈমানে অগ্রগামী থাকে। তারা তাকওয়ার চতুর্সীমার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে আর অন্যদেরকেও নেক কর্মের নির্দেশ এবং পরামর্শ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন এসব কথা বুঝি এবং অনুধাবন করি আর খোদার অধিকারও প্রদানকারী হই। পারস্পরীক ভালোবাসার ক্ষেত্রেও উন্নতি করি, মসজিদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হই, তবলীগের দায়িত্বও পালন করি। আর্থিক কুরবানীর সাময়িক আবেগ-উচ্ছ্বাস যেন আমাদের মাঝে না থাকে বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির স্থায়ী প্রেরণা এবং চেতনা যেন আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। যেন এই যুগের ইমাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সাথে আমরা বয়আতের যে অঙ্গিকার করেছি তা যেন পূর্ণ হয়। এটিই আমার আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,16th June, 2016 Issue No. 15

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

একের পাতার পর....

এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। বাক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় প্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে। যেভাবে খুশি নিজের কথা প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজের ধর্মীয় আচার-অনুশীলন করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদিও এখানে বাক স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু আপনি এখানে এন্টি-সেমিটিক অ্যাকশান প্রকাশ করতে পারেন না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না। জার্মানিতে এই আইন আছে যে, তুমি কোন রাষ্ট্রনেতাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে পারবে না।

সম্প্রতি তুর্কিশ রাষ্ট্রপতির কুশ-পুতুল তৈরী করা হলে জার্মান চান্সেলার বলেন যে, এটি আইন বিরুদ্ধ। তাই যে এই অপকর্ম করেছিল তার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা শুরু করে দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি সত্য যে ধর্মীয় স্বাধীনত আছে, অভিব্যক্তির স্বাধীনতা আছে, প্রচারের স্বাধীনতা এবং বাণী প্রচারের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু যদি এই স্বাধীনতা যদি অপরের ভাবাবেগকে আহত করে তবে সেখানে কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রয়ণ রাখতে হয়। কোন উপায় বের করতে হবে তবেই শান্তি,সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় থাকতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অভিব্যক্তির স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আমি যে কথা বলেছি, তার উপর প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ ঐক্যমত হবে। ক্যাথেলিক পোপ বলেছিলেন যে, যদি আমার কোন ভাল বন্ধু মায়ের বিরুদ্ধে গালি দেয় তবে সে যেন ঘুষি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। খৃষ্টানদেরকে তো পোপের কথা শোনা উচিত। পোপ মানুষের ভাবাবেগকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আমি এটিই মনে করি যে, তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে খৃষ্টমতবাদের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, পশ্চিমি দেশেগুলিতে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে একে অপরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। ব্যঙ্গ চিত্র তৈরী করে বিদ্রুপ করে। কিন্তু পক্ষান্তরে মুসলিম বিশ্বে স্বাধীনতার নামে এমনই প্রহসন শুরু হয়েছে যে, আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলেও পরিচয় দিতে পারি না। ধর্মের নামে পরস্পরকে হত্যা করা হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার আমাদের কাছে এটিই আদর্শ সময়।

ইসলাম ঘোষণা দেয় যে, ধর্মে কোন বলপ্রয়োগ নেই। ধর্মের বিষয়টি খোদার হাতে রয়েছে। ধর্ম প্রসঙ্গে তিনিই সিদ্ধান্ত দিবেন। মানুষ যেন পরস্পরের সম্মান করে। মানবীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। ধর্মের বিষয়টি খোদার সুপুর্দ করে দিন। যদি ধর্মওয়ালারা একে অপরকে হত্যা করে বেড়ায় তবে কে কোন ধর্মকে মেনে চলবে। ধর্মের উপযোগীতাই বা কি বাকি রইল? এভাবে একে অপরকে হত্যা করতে করতে সকলেই মারা যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি আমরা এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি যে, আমরা সকলেই মানুষ এবং আমরা মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করব এবং পরস্পরকে সম্মান করব তবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

হুযুর কোন সময় থেকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত- এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি বিগত ১৩ বছর থেকে এই পদে আসীন।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ২০০৫ সালে আমি এখানে এসেছিলাম। সেই সময় এই ভবনটি ছিল না। এখন এখানে নতুন নির্মাণ হয়েছে। এখানে আমাদের স্থানীয় জামাত আছে। অনেক মানুষ, পরিবার আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন এবং আমিও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। যেভাবে নিকটাত্মীয় এবং প্রিয়জন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত হয়, অনুরূপভাবে আমাদেরও সাক্ষাত ঘটবে।

মেয়র এবং কাউন্সিলরের সঙ্গে এই মিটিং ৭টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়। মিটিং শেষে সকলে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে গ্রুপ ফোটো তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) অফিসে যান যেখানে প্রোগ্রাম অনুসারে পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাৎ পর্ব শুরু হয়। আজ ২৫টি পরিবারের ৮৪ জন সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। প্রত্যেকে তাদের প্রিয় ইমামের সঙ্গে ফোটো তোলার সুযোগ গ্রহণ করেন। হুযুর শিক্ষার্থীদেরকে কলম উপহার দেন এবং অল্প-বয়স্কদের চকলেট উপহার দেন।

সাক্ষাতকারী পরিবারগুলি ডেনমার্কের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। যেমন- Hvidovre, copenhagen, Aarhus, Amager, Albertslund, Broendby

আজ সাক্ষাতগ্রহণকারী পরিবারগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি পরিবার এমন ছিল যারা নিজেদের জীবনে প্রথমবার হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করছিল। এই আবেগ ও অনুভুতি এবং আনন্দ তাদের চেহারায় ফুটে উঠছিল। তারা যারপরনায় আনন্দিত ছিল , এই কারণে যে, জীবনের এই প্রথমবার এমন বরকতময় দিন এসেছে যখন তারা নিজেদের প্রিয় খলীফার সান্নিধ্যে কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করছেন। আল্লাহ তা'লা এই বরকত কল্যাণকে তাদের জন্য দীর্ঘায়িত করুক এবং আমাদের বংশপরম্পরাও যেন এর থেকে ধন্য হয়। (আমীন)

সাক্ষাৎ পর্বটি ৮টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে। এর পর হুযুর প্রস্থান করেন। সোয়া ৯টার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) মসজিদ নুসরাত জাহাঁ আসেন এবং নামায মগরিব ও এশা একত্রে পড়ান।

একের পাতার পর....

১৪) আল্লাহ্‌র বাণী-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ (الجزو نمبر ٢٦ سورة محمد)

অনুবাদঃ যে সকল লোক ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর যে বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে - উহার উপর ঈমান এবং ইহাই সত্য, এইরূপ লোকদের পাপ খোদা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের হৃদয়ের সংশোধন করিয়া দিবেন। এখন দেখ, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার দরুন কীভাবে খোদা তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, তাহাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং নিজেই তাহাদের অন্তর পবিত্রকরণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে বলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার আমার কোন প্রয়োজন নাই এবং অহংকার ও দম্ভের সহিত নিজেকে কিছু একটা মনে করে। সাদী (রহ.) সত্য কথা বলিয়াছেনঃ

অর্থঃ- অসম্ভব, হে সাদী, অসম্ভব। মোস্তাফা (সা.)-এর শিক্ষাঙ্গনের দ্বারে না আসিয়া এবং সেই বাদশাহ্‌র অংগুরি মোহর ধারণ না করিয়া কেহই বেহেশ্‌তের পানে সঠিক, সরল ও সোজা পথে পত চলিতে পারিবে না। কেননা, বহিরাগতের জন্য বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

টীকাঃ কোন এক সময় এইরূপ ঘটিল যে, দরূদ শরীফ পড়ার ব্যাপারে অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণে এক সময় পর্যন্ত আমি অত্যন্ত নিমগ্ন ছিলাম। কেননা, আমার বিশ্বাস ছিল যে, খোদা তা'লার পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পথ। ইহা নবী করীম (সা.)-এর উসিলা ছাড়া পাওয়া সম্ভব নহে, যেমন খোদাও বলেন- وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (আল-মায়েদাঃ ৩৬, অর্থঃ - এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অবলম্বন কর- অনুবাদক)। অতঃপর এক দীর্ঘ সময় পরে কাশফী (দিব্য-দর্শন) অবস্থায় আমি দেখিলাম দুইজন মশক বহনকারী আসিলেন। একজন অভ্যন্তরীণ রাস্তা দিয়া এবং অন্য জন বাহিরের রাস্তা দিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করেন। তাহাদের স্কন্ধে জ্যোতির মশক ছিল। তাহারা বলিলেন- هٰذا بما صلّيت على محمّدٍ (অর্থঃ ইহা উহাই যাহা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ রূপে প্রেরণ করিতেছিলে-অনুবাদক)

টীকা ২: এই সকল আয়াত ঐ সকল লোক সম্পর্কে যাহারা রসূলের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হইয়াছে এবং রসূলের আহ্বান তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। সে সকল লোক যাহারা রসূলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত এবং তাহাদের নিকট আহ্বান পৌঁছায় নাই, তাহাদের সম্পর্কে আমি কিছু বলিতে পারি না। তাহাদের অবস্থা খোদা জানেন। তিনি তাহাদের সহিত ঐ আচরণ করিবেন, যাহা তাঁহার দয়া ও সুবিচারের প্রেক্ষিতে হইবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৭-১৩০)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir